অপ্রতিম হত্যার ঘটনায় ননস্টপ কাজের ঘোষণা পুলিশ সুপারের

কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নাহিদা বেগমের ছেলে অপ্রতিম হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন ও প্রকৃত হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তদন্তে কোনো বিরতি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অপ্রতিম হত্যার ক্লু শনাক্ত করা থেকে শুরু করে প্রকৃত অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা পর্যন্ত পুলিশ ননস্টপ কাজ করে যাবে।

পুলিশ সুপার বলেন, তদন্তে কিছু প্রযুক্তিগত বিষয় যাচাই করতে সময় প্রয়োজন হচ্ছে। ঘটনাটি সবাইকে নাড়া দিয়েছে। একটি ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কারা জড়িত, এর পেছনের মোটিভ কী—তদন্ত শেষে খুব শিগগিরই এসব বিষয়ে জানানো হবে।

এ ঘটনায় একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে জানিয়ে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, তার মোবাইল ফোন, প্রযুক্তিগত তথ্য ও লোকেশনসহ বিভিন্ন বিষয় যাচাই করা হচ্ছে। একই সঙ্গে অপ্রতিম কোথায় ছিল, তার অবস্থানসংক্রান্ত তথ্যও মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

আটক ব্যক্তির বিষয়ে পুলিশ সুপার বলেন, তদন্তের এই পর্যায়ে তাকে নির্দোষও বলা যাচ্ছে না, আবার হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলেও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মূল হত্যাকারীরা যাতে তদন্তের কোনো তথ্য পেয়ে আত্মগোপনে যেতে না পারে, সেটিও মাথায় রেখে তদন্ত এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে শনিবার অপ্রতিমের মরদেহ উদ্ধারের পর কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা। তিনি বলেন, ‘আমার ছোট্ট ছেলে কী অন্যায় করেছে, আমি এটার জবাব চাই। আমি কোনো বিচার মানি না। আমাকে উত্তর দিতে হবে।’

অপ্রতিমের (১৩) মরদেহ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের লালমাই সানন্দা পাহাড় এলাকার একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। সে কুমিল্লা বর্ডারগার্ড পাবলিক স্কুলের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

এর আগে শুক্রবার বিকেলে কোটবাড়ির বাসা থেকে মায়ের আইফোন নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তুলতে বের হয়েছিল অপ্রতিম। এরপর আর বাসায় ফেরেনি সে। পরে তার বাবা কে এম ফিরোজ শাহরিয়ার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।